১৪ আগস্ট, ২০১২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারিদের মধ্যকার বৈষম্য দূর করতে হবে

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারিদের মধ্যে বিদ্যমান সকল বৈষম্য দূর করতে হবে। সুষম, ন্যায়ভিত্তিক ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষক সমাজের সকল ন্যায্য দাবি পূরণ করতে হবে। শিক্ষকদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে শিক্ষা অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে বেতন অন্যান্য সুবিধাদির ক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে না পারলে শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হবে। আজ ১৪ আগস্ট, ২০১২ বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষক কর্মচারি ফ্রন্টের এক প্রতিনিধি দল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের সাথে বেসরকারি শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মতবিনিময় সভায় এসব বক্তব্য ওঠে আসে।

মতবিনিময় সভার শুরুতে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারি ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করায় মানবাধিকারের কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানকে প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া তিব্র নিন্দা জানানো হয়। তিনি বলেন, বেসরকারি স্কুল কলেজ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায় কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের জন্য কোনো চাকরি বিধি নাই। ১৯৯৪ সাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চাকরি বিধি চালুর সিদ্ধান্ত হলে আজ পর্যন্ত তা কার্যকর হয় নি। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারিদের মধ্যকার বিদ্যমান বৈষম্য উল্লেখ করে বলেন একই সিলেবাস অনুসরণ করে পাঠদান করা হলেও বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি । এ সমাজে কোনো বৈষম্য থাকতে পারে না। বিভিন্ন দাবি নিয়ে শিক্ষক কর্মচারি এক হচ্ছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় মহাসমাবেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি সরকারতে অনুরোধ করে বলেন কোনো ধরনের অস্থিরতা তৈরির আগে আমাদের ন্যায্য দাবিগুলো মেনে নিন। শিক্ষক-কর্মচারিদের দাবি বাস্তবায়নে তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহযোগিতা চান।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আসাদুল হক বলেন, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে হবে। এই বৈষম্য আমাদের ব্যথিত করে।

শিক্ষক নেতা হামিদুল্লাহ বলেন, আমরা ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়া পায় এবং ১৫০ টাকা চিকিৎসতা ভাতা পায়। এটা একদম হাস্যকর ব্যাপার। আমরা লেবার কোর্টেরও সহায়তা পায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান তাদেও দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, অচিরেই আমি শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষক সমাজের এসকল দাবি-দাওয়া ও অধিকার নিয়ে কথা বলব । অনুরোধ করবো যাতে এই সকল ন্যায্য দাবি মেনে নিয়ে জনগণের শিক্ষা অধিকার অর্জন করতে হবে। দেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি নির্মাণে শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৫ বছরের কর্ম পরিকল্পনায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় অন্যদেও মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ নূরুননবী সিদ্দিকী, বাংলাদেশ শিক্ষক প্রতিষ্ঠান কর্মচারি ফেডারেশন মো. হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

যোগাযোগ- খান মো, রবিউল আলম, অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশন এনালিস্ট, এনএইচআরসি-সিডিপি ।
ফোন: ০১৭৫৫৫২১৮১৬ ই-মেইল : rabiul.khan@bnhrc-cdp.com